آيَاتُ إِبْطَالِ الْعَزَائِمِ وَكَلِمَاتِ السَّحَرَةِ

জাদুকরদের মন্ত্র ও কথা বাতিল করার আয়াতসমূহ

সংকলন ও অনুবাদ: Raqi Hijbullah

মোট ৫৪টি অংশ · আরবি আয়াত ও সহজ বাংলা অর্থ

১ **সূরা আল-বাকারা : ৪৪**

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

﴿٤٤﴾

অর্থ

তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো? তোমরা কি বোঝো না?

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ
اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

অর্থ

তারা অনুসরণ করল সেই জিনিসের, যা শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বকালে পড়ে শোনাত। অথচ সুলায়মান কুফরি করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিল — তারা মানুষকে জাদু শেখাত। (তারা আরও অনুসরণ করল) বাবেল শহরে হারুত ও মারুত নামের দুই ফেরেশতার উপর যা নাজিল হয়েছিল। ওই দুজন কাউকে কিছু শেখানোর আগে বলে দিত: “আমরা তো শুধু পরীক্ষা, তাই তুমি কুফরি করো না।” তবুও লোকেরা তাদের কাছ থেকে এমন জিনিস শিখত, যা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তারা এর দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি করতে পারত না। তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের ক্ষতিই করে, কোনো উপকার করে না। তারা ভালো করেই জানত, যে এটা কিনে নেয় আখিরাতে তার কোনো অংশ নেই। কত খারাপ সেই জিনিস, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে — যদি তারা বুঝত!

৩ **সূরা আল-বাকারা : ১১৩**

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

অর্থ

ইহুদিরা বলে: “খ্রিস্টানরা কোনো ভিত্তির উপর নেই।” আর খ্রিস্টানরা বলে: “ইহুদিরা কোনো ভিত্তির উপর নেই।” অথচ তারা উভয়েই কিতাব পাঠ করে। একইভাবে যারা কিছুই জানে না, তারাও তাদের মতো কথা বলে। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবেন।

৪ **সূরা আল-বাকারা : ১২১**

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾

অর্থ

যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে; তারাই এর প্রতি ঈমান রাখে। আর যারা একে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৫ **সূরা আল-বাকারা : ১২৯**

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

অর্থ

(ইবরাহিমের দোয়া:) হে আমাদের রব! তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াত পাঠ করবেন, তাদের কিতাব ও হিকমত শেখাবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬ **সূরা আল-বাকারা : ১৫১**

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

অর্থ

যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করেন, তোমাদের পবিত্র করেন, তোমাদের কিতাব ও হিকমত শেখান, আর তোমাদের এমন জিনিস শেখান যা তোমরা জানতে না।

৭ **সূরা আল-বাকারা : ২৫২**

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

অর্থ

এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। আর নিশ্চয়ই তুমি রাসূলদের একজন।

৮ **সূরা আলে ইমরান : ৫৮**

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

অর্থ

এগুলো আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি — আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ থেকে।

৯ **সূরা আলে ইমরান : ১০১**

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

অর্থ

তোমরা কীভাবে কুফরি করতে পারো, অথচ তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনানো হয় এবং তাঁর রাসূল তোমাদের মধ্যে আছেন? আর যে আল্লাহকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, সে অবশ্যই সরল পথের দিশা পায়।

১০ **সূরা আলে ইমরান : ১০৮**

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

অর্থ

এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। আর আল্লাহ জগতবাসীর উপর কোনো জুলুম করতে চান না।

১১ **সূরা আলে ইমরান : ১১৩**

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

অর্থ

তারা সবাই এক রকম নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে একদল (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত আছে; তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং সিজদা করে।

১২ **সূরা আলে ইমরান : ১৬৪**

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

অর্থ

আল্লাহ মুমিনদের উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন — যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত পাঠ করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শেখান; অথচ এর আগে তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ছিল।

১৩ **সূরা আন-নিসা : ১২৭**

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

অর্থ

তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে বিধান জানতে চায়। বলো: “আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদের বিধান জানাচ্ছেন। আর কিতাবে তোমাদের যা পড়ে শোনানো হয়, তা সেই এতিম মেয়েদের ব্যাপারে — যাদের তোমরা তাদের নির্ধারিত হক দাও না, অথচ তাদের বিয়ে করতে চাও; আর অসহায় শিশুদের ব্যাপারে; আর এতিমদের প্রতি ন্যায়বিচার করার ব্যাপারে।” তোমরা যে ভালো কাজই করো, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

১৪ **সূরা আল-মায়িদা : ১**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

অর্থ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারগুলো পূরণ করো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু হালাল করা হয়েছে — তবে যেগুলোর কথা তোমাদের পড়ে শোনানো হচ্ছে সেগুলো ছাড়া; আর ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে হালাল মনে কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান, সেই বিধান দেন।

১৫ **সূরা আল-মায়িদা : ২৭**

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۚ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

অর্থ

তাদের কাছে আদমের দুই ছেলের ঘটনা সত্যভাবে পড়ে শোনাও — যখন তারা দুজনই কুরবানি করল, তখন একজনের কুরবানি কবুল হলো, অন্যজনের হলো না। অন্যজন বলল: “আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব।” প্রথমজন বলল: “আল্লাহ তো শুধু মুত্তাকিদের কাছ থেকেই কবুল করেন।”

১৬ **সূরা আল-আন'আম : ১৫১**

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

অর্থ

বলো: “এসো, তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন, তা তোমাদের পড়ে শোনাই: তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না; মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করো; দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না — আমিই তোমাদের ও তাদের রিজিক দিই; প্রকাশ্য বা গোপন কোনো অশ্লীল কাজের কাছেও যেয়ো না; আর আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা হারাম করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তা হত্যা করো না। এসব বিষয়ে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।”

১৭ **সূরা আল-আ'রাফ : ১৭৫**

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾

অর্থ

তাদের কাছে সেই লোকের ঘটনা পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গেল। তখন শয়তান তার পিছু নিল, আর সে পথভ্রষ্টদের দলে চলে গেল।

১৮ **সূরা আল-আনফাল : ৩১**

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾

অর্থ

যখন তাদের কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনানো হয়, তারা বলে: “আমরা তো শুনেছি; আমরা চাইলে এমন কথা আমরাও বলতে পারতাম। এগুলো তো আগের লোকদের কিসসা-কাহিনি ছাড়া কিছু নয়।”

১৯ **সূরা ইউনুস : ১৫–১৬**

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ
هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا
يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُل لَّوْ
شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

অর্থ

যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াতগুলো পড়ে শোনানো হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না, তারা বলে: “এটা ছাড়া অন্য কোনো কুরআন নিয়ে এসো, অথবা এটাকে বদলে দাও।” বলো: “নিজের পক্ষ থেকে এটা বদলানো আমার কাজ নয়। আমার কাছে যা ওহি আসে, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তবে এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি।” বলো: “আল্লাহ চাইলে আমি তোমাদের কাছে এটা পাঠ করতাম না, আর তিনিও তোমাদের এ সম্পর্কে জানাতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি। তবুও কি তোমরা বোঝো না?”

২০ সূরা ইউনুস : ৬১

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾

অর্থ

তুমি যে অবস্থাতেই থাকো, কুরআন থেকে যা-ই পাঠ করো, আর তোমরা যে কাজই করো — তোমরা যখন তাতে লিপ্ত হও, আমি তখন তোমাদের সামনে উপস্থিত থাকি। পৃথিবীতে বা আকাশে অণু পরিমাণ জিনিসও তোমার রবের অগোচরে নেই; তার চেয়ে ছোট বা বড় এমন কিছুই নেই, যা স্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই।

২১ সূরা ইউনুস : ৭১

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

অর্থ

তাদের কাছে নূহের ঘটনা পড়ে শোনাও — যখন তিনি তাঁর জাতিকে বললেন: “হে আমার জাতি! তোমাদের মধ্যে আমার থাকা এবং আল্লাহর আয়াত দিয়ে আমার উপদেশ দেওয়া যদি তোমাদের কাছে অসহ্য হয়, তবে (জেনে রাখো) আমি আল্লাহর উপরই ভরসা করেছি। তোমরা তোমাদের শরিকদের নিয়ে তোমাদের সিদ্ধান্ত পাকা করে নাও, যাতে তা নিয়ে কোনো দ্বিধা না থাকে। তারপর আমার বিরুদ্ধে তা কার্যকর করো, আর আমাকে কোনো সময় দিয়ো না।”

২২ **সূরা হুদ : ১৭**

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

অর্থ

যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর আছে, যার সাথে তাঁর পক্ষ থেকে একজন সাক্ষীও আছে, আর এর আগে পথপ্রদর্শক ও রহমত হিসেবে ছিল মূসার কিতাব — (সে কি অন্যদের সমান?) এরাই এর প্রতি ঈমান রাখে। আর বিভিন্ন দলের মধ্যে যে একে অস্বীকার করবে, জাহান্নামই তার প্রতিশ্রুত ঠিকানা। সুতরাং তুমি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহে থেকো না। নিশ্চয়ই এটা তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

২৩ **সূরা আর-রা'দ : ৩০**

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

অর্থ

এভাবেই আমি তোমাকে এমন এক জাতির কাছে পাঠিয়েছি, যার আগে অনেক জাতি গত হয়েছে — যাতে আমি তোমার কাছে যা ওহি করেছি, তা তাদের পড়ে শোনাও। অথচ তারা পরম করুণাময়কে অস্বীকার করে। বলো: “তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি, আর তাঁর দিকেই আমার ফিরে যাওয়া।”

২৪ **সূরা আল-ইসরা : ১০৭**

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾

অর্থ

বলো: “তোমরা এতে ঈমান আনো বা না আনো — যাদের এর আগে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তাদের কাছে যখন এটা পড়ে শোনানো হয়, তারা সিজদায় মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ে।”

২৫ **সূরা আল-কাহফ : ২৭**

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾

অর্থ

তোমার রবের কিতাব থেকে তোমার কাছে যা ওহি করা হয়েছে, তা পাঠ করো। তাঁর বাণী বদলানোর কেউ নেই। আর তুমি কখনো তাঁকে ছাড়া কোনো আশ্রয় পাবে না।

২৬ **সূরা আল-কাহফ : ৮৩**

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

অর্থ

তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো: “আমি তোমাদের কাছে তার কিছু ঘটনা পড়ে শোনাচ্ছি।”

২৭ **সূরা মারইয়াম : ৫৮ (সিজদার আয়াত)**

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

অর্থ

এরাই সেই নবীরা, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন — আদমের বংশধরদের মধ্য থেকে, নূহের সাথে যাদের আমি নৌকায় তুলেছিলাম তাদের মধ্য থেকে, ইবরাহিম ও ইসরাইলের (ইয়াকুবের) বংশধরদের মধ্য থেকে, এবং যাদের আমি পথ দেখিয়েছি ও বেছে নিয়েছি তাদের মধ্য থেকে। যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াত পড়ে শোনানো হতো, তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। (এই আয়াত পড়লে সিজদা দিতে হয়।)

২৮ **সূরা মারইয়াম : ৭৩**

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

অর্থ

যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াতগুলো পড়ে শোনানো হয়, কাফিররা মুমিনদের বলে: “দুই দলের মধ্যে কার অবস্থান ভালো, আর কার মজলিস বেশি জাঁকজমকপূর্ণ?”

২৯ **সূরা আল-হাজ্জ : ৩০**

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

অর্থ

এটাই (বিধান)। আর যে আল্লাহর নির্ধারিত পবিত্র বিষয়গুলোকে সম্মান করে, তার রবের কাছে সেটা তার জন্যই কল্যাণকর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশু হালাল করা হয়েছে — তবে যেগুলোর কথা তোমাদের পড়ে শোনানো হয়েছে সেগুলো ছাড়া। সুতরাং মূর্তির নোংরামি থেকে দূরে থাকো এবং মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাকো।

৩০ **সূরা আল-হাজ্জ : ৭২**

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

অর্থ

যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াতগুলো পড়ে শোনানো হয়, তুমি কাফিরদের চেহারায় অসন্তোষ দেখতে পাও। যারা তাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে, তাদের উপর তারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে। বলো: “আমি কি তোমাদের এর চেয়েও খারাপ কিছুর খবর দেব? তা হলো আগুন — আল্লাহ কাফিরদের এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর কত নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা!”

৩১ **সূরা আল-মু'মিনুন : ৬৬**

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾

অর্থ

আমার আয়াতগুলো তো তোমাদের পড়ে শোনানো হতো, কিন্তু তোমরা পেছন ফিরে সরে যেতে।

৩২ **সূরা আল-মু'মিনুন : ১০৫**

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾

অর্থ

তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতগুলো পড়ে শোনানো হতো না? অথচ তোমরা সেগুলো অস্বীকার করতে।

৩৩ **সূরা আন-নামল : ৯২**

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾

অর্থ

আর (আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে) যেন আমি কুরআন পাঠ করি। সুতরাং যে সঠিক পথে চলে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই চলে; আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তাকে বলো: “আমি তো শুধু একজন সতর্ককারী।”

৩৪ **সূরা আল-কাসাস : ৪৫**

وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

অর্থ

কিন্তু আমি (মূসার পর) অনেক প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি, আর তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও ছিলে না যে তাদের কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনাতে; বরং আমিই (তোমাকে) রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি।

৩৫ **সূরা আল-কাসাস : ৫৩**

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

অর্থ

যখন তাদের কাছে এটা পড়ে শোনানো হয়, তারা বলে: “আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম, নিশ্চয়ই এটা আমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। আমরা তো এর আগেও মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) ছিলাম।”

৩৬ **সূরা আল-কাসাস : ৫৯**

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

অর্থ

তোমার রব কোনো জনপদ ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ না তার কেন্দ্রস্থলে একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনান। আর আমি কোনো জনপদ ধ্বংস করি না, যদি না তার অধিবাসীরা জালিম হয়।

৩৭ **সূরা আল-আনকাবুত : ৪৫**

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

অর্থ

তোমার কাছে কিতাবের যা ওহি করা হয়েছে, তা পাঠ করো এবং নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন।

৩৮ **সূরা আল-আনকাবুত : ৪৮**

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

অর্থ

তুমি তো এর আগে কোনো কিতাব পড়তে না, আর নিজের হাতে কিছু লিখতেও না। তেমন হলে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ করার সুযোগ পেত।

৩৯ **সূরা আল-আনকাবুত : ৫১**

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

অর্থ

এটাই কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার উপর কিতাব নাজিল করেছি, যা তাদের পড়ে শোনানো হয়? নিশ্চয়ই এতে মুমিনদের জন্য রয়েছে রহমত ও উপদেশ।

৪০ **সূরা লুকমান : ৭**

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

অর্থ

যখন তার কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনানো হয়, সে অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয় — যেন সে তা শোনেইনি, যেন তার দুই কানে বধিরতা আছে। সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

৪১ **সূরা আল-আহযাব : ৩৪**

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

অর্থ

(হে নবীপত্নীগণ!) তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াত ও হিকমতের কথা পড়ে শোনানো হয়, তা স্মরণ রাখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সব খবর রাখেন।

৪২ **সূরা সাবা : ৪৩–৪৪**

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٤٤﴾

অর্থ

যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াতগুলো পড়ে শোনানো হয়, তারা বলে: “এই লোক তো শুধু তোমাদের বাপ-দাদারা যার ইবাদত করত, তা থেকে তোমাদের ফিরিয়ে রাখতে চায়।” তারা আরও বলে: “এটা তো বানানো মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়।” আর কাফিরদের কাছে যখন সত্য এলো, তারা বলল: “এটা তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া কিছু নয়।” অথচ আমি তাদের এমন কোনো কিতাব দিইনি যা তারা পড়ত, আর তোমার আগে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারীও পাঠাইনি।

৪৩ **সূরা ফাতির : ২৯**

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

অর্থ

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামাজ কায়েম করে, আর আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে — তারা এমন ব্যবসার আশা করে, যাতে কখনো লোকসান হবে না।

৪৪ **সূরা আস-সাফফাত : ৩**

فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾

অর্থ

কসম তাদের (ফেরেশতাদের), যারা আল্লাহর স্মরণ পাঠ করে।

৪৫ **সূরা আয-যুমার : ৭১**

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

অর্থ

কাফিরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছাবে, তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে, আর তার রক্ষীরা তাদের বলবে: “তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলরা আসেননি, যারা তোমাদের রবের আয়াত পড়ে শোনাতেন এবং আজকের এই দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করতেন?” তারা বলবে: “হ্যাঁ, এসেছিলেন।” কিন্তু কাফিরদের উপর শাস্তির বাণী সত্য হয়ে গেছে।

৪৬ **সূরা আল-জাসিয়া : ৬**

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

অর্থ

এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। তাহলে আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পর তারা আর কোন কথায় ঈমান আনবে?

৪৭ **সূরা আল-জাসিয়া : ৮**

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾

অর্থ

সে আল্লাহর আয়াত শোনে, যা তাকে পড়ে শোনানো হয়; তারপরও সে অহংকারের সাথে (কুফরিতে) অটল থাকে, যেন সে তা শোনেইনি। সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

৪৮ **সূরা আল-জাসিয়া : ২৫**

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

অর্থ

যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াতগুলো পড়ে শোনানো হয়, তখন তাদের একমাত্র যুক্তি হয় এই কথা: “তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের বাপ-দাদাদের (জীবিত করে) নিয়ে এসো।”

৪৯ **সূরা আল-জাসিয়া : ৩১**

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾

অর্থ

আর যারা কুফরি করেছে (তাদের বলা হবে): “তোমাদের কাছে কি আমার আয়াত পড়ে শোনানো হতো না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে, আর তোমরা ছিলে অপরাধী সম্প্রদায়।”

৫০ **সূরা আল-আহকাফ : ৭**

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

অর্থ

যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াতগুলো পড়ে শোনানো হয়, তখন কাফিররা তাদের কাছে আসা সত্য সম্পর্কে বলে: “এটা তো স্পষ্ট জাদু।”

৫১ **সূরা আল-জুমু'আ : ২**

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

অর্থ

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত পাঠ করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শেখান; অথচ এর আগে তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ছিল।

৫২ সূরা আত-তালাক : ১১

رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾

অর্থ

(আল্লাহ পাঠিয়েছেন) একজন রাসূল, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর স্পষ্ট আয়াত পাঠ করেন — যাতে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তিনি তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে নদী বয়ে যায়; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার জন্য উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন।

৫৩ সূরা আল-মুতাফফিফিন : ১২–১৩

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

অর্থ

প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী পাপী ছাড়া কেউ একে (বিচার দিবসকে) অস্বীকার করে না। যখন তার কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনানো হয়, সে বলে: “এগুলো তো আগের লোকদের কিসসা-কাহিনি।”

৫৪ **সূরা আল-বাইয়্যিনাহ : ২**

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾

অর্থ

(সেই স্পষ্ট প্রমাণ হলো) আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল, যিনি পবিত্র পৃষ্ঠাগুলো পাঠ করে শোনান।

বাংলা অর্থ সহজ ভাষায় ভাবানুবাদ। আরবি লেখা ছাপানো বা সংরক্ষণের আগে একটি মুসহাফের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রইল।